Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা আঞ্জুম তুলি

রোলঃ 227021687

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহিমা আঞ্জুম তুলি

রোলঃ 227021687

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহিমা আঞ্জুম তুলি, আইডিঃ 227021687 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Fahima Anjum

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ফাহিমা আঞ্জুম তুলি

আইডিঃ 227021687

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

উৎসর্গ 5

ভূমিকা 5

মসজিদ কী? 6

মসজিদ কোথায় স্থাপন করা যায় আর কোথায় যায় না? 7

যে সকল স্থানে ছলাত আদায় করা নিষিদ্ধ 8

পৃথিবীর সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ মসজিদসমূহ 11

কুরআন অনুযায়ী মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব 15

হাদীসানুযায়ী মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব 16

মসজিদের আরও কিছু ফজিলত 19

মসজিদ আবাদ ও এর আদব 22

উৎসর্গ

এই গবেষনা পত্রটি আমি আমার সবচেয়ে আপন এবং কাছের দু'জন মানুষকে উৎসর্গ করছি। প্রথম জন হলেন আমার মমতাময়ী-স্নেহময়ী 'আম্মু' , যিনি আমাকে একদম ছোটো বয়স থেকেই শিক্ষা অর্জন এবং বুঝ হয়ার পর থেকে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনে প্রেরণা দিয়ে গেছেন এবং প্রচন্ড কষ্ট করেছেন।
আরেকজন হলেন আমার প্রিয় স্বামী, যিনি আমায় দ্বীনের পথে চলা, দ্বীনি খিদমত করা এবং দ্বীনি শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সহযোগীতা এবং উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন ।
আলহামদুলিল্লাহ!

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الكريم و على اله و صحبه اجمعين

আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা সে মহান রব্বের জন্য যিনি দয়া-মায়া করে ইসলামের মতো মহা দৌলত আমাদের দান করেছেন। আর এই ইসলামের অন্যতম শিআ'র বা নিদর্শন হচ্ছে 'মসজিদ'। মুসলিম সমাজে ইবাদতের প্রাণকেন্দ্রও হচ্ছে মসজিদ। মুসলিম বিশ্বাস, সামাজিক কর্মকাণ্ড, সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মসজিদের ভূমিকা অনন্য। কুরআনে ছালাত কায়েমের যে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বাস্তবায়ন মসজিদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। খোলা প্রাঙ্গণ, গম্বুজ ও উঁচু মিনারবিশিষ্ট এ মসজিদগুলো সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভূমিকা রাখে কার্যকরভাবে। মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য হলো, সেখানে ছালাত আদায়, আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনের আলোচনা করা হবে, আর, মসজিদে নববি তো ছিল এমন চমৎকার এক প্রতিষ্ঠান যাকে কেন্দ্র করেই দ্বীনি, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক সকল বিষয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এটাই ছিলো মুসলিমদের 'সেক্রেটারিয়েট'। বর্তমান সমাজে মসজিদে নববির মতো মসজিদ খুব কম ই আছে যা সমাজের মধ্যমণি হিসেবে থাকে। বক্ষমাণ গবেষণাপত্রে মসজিদ প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ, যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে আমরা কতো বড় মর্যাদাপূর্ণ জিনিসের অধিকারী হয়েও কেবল না জানার কারণে তা থেকে লাভজনক কিছু অর্জন করতে পারছি না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

মসজিদ কী?

" শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো" সিজদা করার স্থান(مَسْجِد)
এটি 'আন-নাছুরু' বাব এর 'আস-সুজুউদু' (সিজদা করা) মাসদারের (يَسْجُدُ) ফেয়েল থেকে আসা একটি 'ইসমে যরফ' বা স্থানবাচক একটি শব্দ। আভিধানিকভাবে, 'যেখানে আল্লাহর বান্দারা তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করে; তা-ই হলো মসজিদ'। পারিভাষিকভাবে, মসজিদ এমন স্থান যেখানে মুসলমানেরা এক সঙ্গে বা পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের নিত্যদিনের নামায আদায় করে থাকেন। তবে ,মসজিদ মূলত নামাজ পড়ার জায়গা হলেও, আদর্শ যেকোনো মসজিদের বিস্তৃতি এবং প্রভাব বহুমুখী।

মসজিদ শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়ঃ

১। الجامع (আল-জামে‘) : "জামে‘ মসজিদ" হচ্ছে সে মসজিদ, যেখানে মানুষ প্রতি সপ্তাহে জুম‘আর দিনে যোহরের ওয়াক্তে জুম‘আর ছালাত আদায় করার জন্য একত্রিত হয়।

২। المصلى (আল-মুছল্লা) : 'ছালাত' অথবা 'দো‘আর স্থান'। ইসলামী শরী‘আতের পরিভাষায় মাসজিদ হলো,

'البيوت المبنية للصلاة فيها لله فهي خالصة له سبحانه ولعبادته

"এমন গৃহ, যা একমাত্র ছলাতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। আর এটা একমাত্র আল্লাহর ও তাঁর ইবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট।"
[আল-মাউসূয়াতুল ফিকহিয়া (কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া ২য় প্রকাশ ১৯৮৩), ৩৭/১৯৪।]

মসজিদ কোথায় স্থাপন করা যায় আর কোথায় যায় না?

সাধারণভাবে, এ পৃথিবীর সমগ্র স্থানেই আল্লাহ তা'আলার বান্দারা ছলাত আদায় করতে পারে। এ বিষয়টি নিম্নে উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমানিত হয়, যেমনঃ

حديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ: قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَقْصى قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ، فَصَلِّ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মাসজিদ তৈরী করা হয়েছে? তিনি বললেন, মাসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, মাসজিদে আক্‌সা। আমি বললাম, উভয় মাসজিদের (তৈরীর) মাঝে কত ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতঃপর তোমার যেখানেই সলাতের সময় হবে, সেখানেই সলাত আদায় করে নিবে। কেননা এর মধ্যে ফাযীলাত নিহিত রয়েছে। [বুখারী পর্ব ৬০ : /১০ হাঃ ৩৩৬৬, মুসলিম হাঃ]

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ يُصَلِّي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِي، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً "

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেয়া হয় নি। আমাকে এক মাস পথ চলার দূরত্ব থেকে শত্রুর মাঝে ভীতি সঞ্চার করার ক্ষমতা প্রদান করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অবলম্বনের উপকরন করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের কোন ব্যাক্তির সামনে যেখানেই সালাতের সময় উপস্তিত হয়। সে সেখানে সালাত আদায় করতে পারে। আর আমাকে শাফাআত দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয় নি, আর আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরন করা হয়েছে। আমার পূর্বের প্রত্যেক নবী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন।

خْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السِّكَّةِ، فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلًا؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى». قُلْتُ: وَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا». «وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ»

ইবরাহীম (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন-আমি রাস্তায় বসে আমার পিতার নিকট কুরআন পাঠ করতাম, যখন আমি সিজদার আয়াত পাঠ করলাম তিনি সিজদা করলেন, তখন আমি বললাম আব্বা! আপনি রাস্তায় সিজদা করছেন! তিনি বললেন, আমি আবূ যর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে,আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোন মসজিদটি প্রথম নির্মিত হয় ? তিনি বলেছিলেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। আর যমীন তোমার জন্য মসজিদ (সিজদার স্থান)। অতএব যেখানেই সালাতের সময় হবে, সালাত আদায় করবে।

যে সকল স্থানে ছলাত আদায় করা নিষিদ্ধ

পৃথিবীর সমস্ত পবিত্র জায়গায় ছলাত আদায় করা গেলেও নিচে উল্লেখিত স্থানগুলিতে ছলাত আদায় করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, যেমনঃ

১/কবরস্থান ও গোসলখানাঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّامَ " .

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া সারা পৃথিবীই নামায আদায়ের উপযোগী। [সহীহ্। ইবনু মাজাহ-(৭৪৫)।]

২/উট বাঁধার স্থান :

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَقَالَ " لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ " . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ " صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ "

আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উটের আস্তাবলে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তোমরা উটের আস্তাবলে সালাত আদায় করবে না। কারণ তা শয়তানের আড্ডাখানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভেড়ার খোঁয়াড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ সেখানে সালাত আদায় করতে পার। কারণ তা বরকতময় প্রাণী (বা স্থান)।

আরেকটি হাদীসে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ "

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা ছাগলের ঘরে নামায আদায় করতে পার কিন্তু উটশালায় নামায আদায় করবে না। [সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৭৬৮)।]

৩/ আযাবের স্থানঃ

"আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা এসব 'আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের প্রতিও আসতে না পারে।"

[মুসলিম ৫৩/১ হাঃ ২৯৮, আহমাদ ৫২৫]

অন্য আরেকটি হাদীসে এসেছে,

ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সামূদ গোত্রের) হিজর বস্তি অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করেছিল তাদের আবাসস্থলে কান্নাকাটি ব্যতীত প্রবেশ কর না যাতে তোমাদের প্রতি শাস্তি নিপতিত না হয় যা তাদের প্রতি নিপতিত হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করলেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত উপত্যকা অতিক্রম করলেন।

[বুখারী হা/৪৪১৯]

মশহূর আলেমগণের মত হলো, আযাবের স্থানে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, "গযবের স্থানে ছালাত আদায় করা সকলের ঐক্যমতে হারাম।"

[আল-মাজমূ' ৩/১৬৯; শারহুল মুমতে' ২/২৩৭-৬০।]

৪/ ব্যস্ত রাস্তা :

এমন ব্যস্ত রাস্তা যেখানে যানবাহন চলাচল করে, সেখানে মানুষকে কষ্ট দিয়ে ছালাত আদায় না করাই উত্তম। তবে যদি রাস্তার এক পাশে হয় এবং মানুষের চলাচলে অসুবিধা না হয় তাহলে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে। এছাড়া, পরিত্যক্ত রাস্তায় ছালাত আদায় করা যাবে।

তবে বিশেষ প্রয়োজন, যেমন জুম'আ ও ঈদের ছালাতে স্থান সংকুলান না হলে সেক্ষেত্রে রাস্তায় ছালাত আদায় করা যাবে।

[শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, প্রশ্নোত্তর নং ১৪০২০৮।]

নিচের এই হাদীসটি থেকে আমরা উপোরক্ত বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بُدٌّ لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ " . قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ " .

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা রাস্তার মাঝে বসা সম্পর্কে সতর্ক হও। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাতে না বসে আমাদের উপায় নেই। আমরা তথায় (বসে) আলোচনা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যদি তোমাদের একান্তেই বসতে হয় তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ নিষেধ করা।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ মসজিদসমূহ

১/খানায়ে কাবাঃ

আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনুল কারীমে সুরা আলে ইমরান এর ৯৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন,

اِنَّ اَوَّلَ بَیۡتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیۡ بِبَکَّۃَ مُبٰرَکًا وَّ ہُدًی لِّلۡعٰلَمِیۡنَ

নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য।

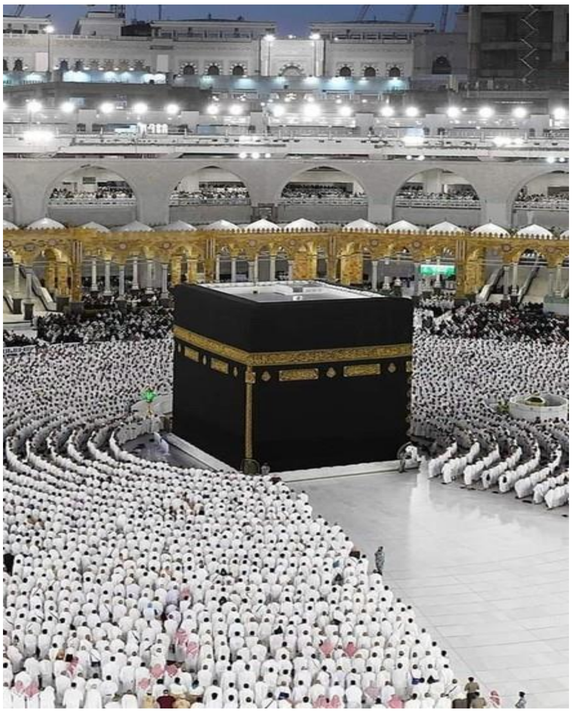

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই ফেরেশতারা সবসময় আল্লাহ তাআলার ইবাদতরত থাকতেন , ওনাদের কোনো গুনাহ নেই, আল্লাহ যা বলেন ওনারা তা-ই করেন। তখন পৃথিবীতে জিনেরা বসবাস করত যারা নিজেদের মধ্যে অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকত; তাই আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতাগণ ঐসকল জিনেদের তাড়িয়ে দিলেন এবং সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। এরপর, আল্লাহ যখন পৃথিবীতে একটি নতুন জাতি,"মানুষ" সৃষ্টি করার কথা তাদের জানালেন , তখন ফেরেশতারা বললেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি

এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না

ফেরেশতারা ভেবেছিলেন হয়ত মানুষেরাও ঐ সকল জীনেদের মতোই শুধু বিশৃঙ্খলা করবে, তাই তাঁরা এ কথা বলে ফেলেছিলেন, কিন্তু পরে এ কথার জন্য ওনারা লজ্জিত হন এবং বলেন,

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।(সুরা বাকারা)

এছাড়াও , তাঁরা সপ্তম আসমানে অবস্থিত "বাইতুল মা'মুর" এ তাঁদের ইবাদতকে উসীলা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তখন মহান রব তাদের এ আদেশ দেন যে, দুনিয়ায় আমার বান্দারা তো আর আকাশে "বাইতুল মা'মুর" এ আসতে পারবে না; তাহলে তারা কীসের উসীলা দিয়ে ক্ষমা চাইবে? যাও, তোমরা এ "বাইতুল মা'মুর" এর আদলে, ঠিক এর বরাবর নিচেই দুনিয়ার মাটিতে আমার একটি ঘর নির্মাণ করে দিয়ে আসো। যে এ ঘর যিয়ারত করতে আসবে তাঁর বিগত জীবনের সব গুনাহ আমি মাফ করে দিব। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়-

আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه.

যে ব্যক্তি হজ্ব করে আর তাতে কোনোরূপ অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ করে না তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[-সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৮১১]

কাবা সর্বপ্রথম নির্মাণের পর আল্লাহ ফেরেশতাদের তাতে তাওয়াফ করার জন্য আদেশ দেন। পরবর্তীতে আদম (আ.) কে জান্নাত থেকে দুনিয়ার পাঠানোর পর তাঁকে আল্লাহ এ ঘর পুনঃনির্মাণের আদেশ দেন। নূহ আলাইহিস সালামের সময়ের বন্যায় কাবা ঘর প্রচুর খতিগ্রস্ত হয় বিধায় আল্লাহ তাআ'লা ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালাম কে নির্দেশ দেন এটি পুনঃনির্মাণের। এটিই বিশ্বের সকল মুসলিমের প্রাণের স্পন্দন, এটিই সকল মসজিদের কেন্দ্রবিন্দু। এ দুনিয়ার সকল মসজিদ এর মিহরাব ই খানায়ে কাবার দিকে ফেরানো। অর্থাৎ, মুসলমানদের ক্বিবলা হচ্ছে 'মসজিদে হারাম' তথা বায়তুল্লাহ অথবা, খানায়ে কাবা। প্রত্যেক মুসলমানকেই ছালাতের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে হয়, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানেই হজ্জ করতে আসেন। নিচের হাদিসে মসজিদুল হারামে ছালাত আদায় এর ফজিলত তুলে ধরা হলোঃ

হজরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মাসজিদুল হারাম ছাড়া অপরাপর মসজিদের নামাজ অপেক্ষা আমার মসজিদের নামাজ হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ (ফজিলতপূর্ণ)। আর অন্যান্য মসজিদের নামাজের তুলনায়

মাসজিদুল হারামের নামাজ এক লাখ গুণ উত্তম। (মুসনাদে আহমাদ ১৪২৮৪, ১৪৮৪৭; ইবনে মাজাহ ১৪০৬)

২/ মসজিদে আকসাঃ

পৃথিবীর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ হলো মসজিদে আক্বসা বা 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' বা 'বায়তুল মাক্বদিস' ফিলিস্তীনের কুদস অথবা জেরুযালেমে অবস্থিত। এটি পৃথিবীতে নির্মিত ২য় মসজিদ।

ইয়া'কূব (আ.) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণের প্রায় হাজার বছর পর দাঊদ (আ.) পুনরায় তা নির্মাণ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান (আ.) এটির কাজ সমাপ্ত করেন। আর সুলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা মসজিদ্টির কাজ সম্পন্ন করেছেন। হাদীসে এসেছে-

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মাসজিদ তৈরী করা হয়েছে? তিনি বললেন, মাসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, মাসজিদে আক্‌সা। আমি বললাম, উভয় মাসজিদের (তৈরীর) মাঝে কত ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর।[বুখারী পর্ব ৬০ : /১০ হাঃ ৩৩৬৬, মুসলিম হাঃ]

এটি মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা, অসংখ্য নবীদের আবাসস্থল ছিল এ পবিত্র মসজিদের কাছে। এ মসজিদের ফজিলত এ হাদীসটি দ্বারা খুব ভালোভাবে বোঝা যায়-

আব্দুল্লাহ বিন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সুলায়মান (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহর কাছে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলেন। তা হ'ল- আল্লাহর হুকুম মত ন্যায়বিচার, এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে কেবলমাত্র ছালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তার গুনাহ

থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেন তার মা তাকে সেদিনই প্রসব করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রথম দু'টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাকে দান করা হয়েছে'।

৩/ মসজিদে কুবাঃ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরবপ্রথম যে মসজিদ নির্মাণ করেন , তা হলো মসজিদে কুবা। তিনি(সা,) মক্কা থেকে হিজরত করে কুবাতে বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রে সোম-বৃহস্পতিবার অবস্থান করেন এবং এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ.

'অবশ্যই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাক্বওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, তা বেশী হক্বদার যে, তুমি সেখানে ছালাত আদায় করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(তওবা ৯/১০৮)*।

বাড়ী থেকে ওযূ করে মসজিদে কুবায় গিয়ে ছালাত আদায় করলে ওমরার সমান নেকী পাওয়া যায়।

সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,من تطهَّر في بيتِه، ثم أتى مسجدَ قُباءٍ، فصلّى فيه صلاةً؛ كان له كأجْرِ عُمرةٍ. 'যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে পবিত্রতা অর্জন করল অর্থাৎ ওযূ করল, অতঃপর ক্বোবা মসজিদে এসে ছালাত আদায় করল, তার জন্য

একটি ওমরাহর সমান ছওয়াব রয়েছে’। [ইবনু মাজাহ হা/১৪১২; নাসাঈ হা/৬৯৯; আলবানী : ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৮১।]

৪/ মসজিদে নববীঃ

মুসলমানদের জন্য ২য় পবিত্র স্থান হলো মসজিদে নববী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ "

‘আমার এ মসজিদে (নববীতে) একটি নামাজ মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য সব মসজিদে এক হাজার নামাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’ (ইবনে মাজা : ১৪০৬; মুসনাদে আহমাদ : ১৪৬৯৪)

এই মসজিদকে কেন্দ্র করেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাদানী জীবনের প্রত্যেকটি কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, গড়ে তুলেছেন “ মাদীনাতুন-নাবী” নামক সার্বভৌম এক ইসলামী রাষ্ট্র; যা এখনও আমাদের জন্য এক বিশাল অনুপ্রেরণা, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার জায়গা।

কুরআন অনুযায়ী মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

মসজিদ আল্লাহ তাআলার ঘর, আমাদেরকে মসজিদের গুরুত্ব কীরূপ তা বোঝাতে আল্লাহ রব্বুল আ’লামীন মসজিদের কথা কুরআনে মোট ২৮ বার উল্লেখ করেছেন;
মসজিদ(مسجد) রূপে ২২ বার এবং মসজিদের বহুবচন মাসাজিদ (مساجد) রূপে ৬ বার।

যে বিষয়ের কথা কুরআনে এত বার উল্লেখ রয়েছে, সে বিষয়ের মর্যাদা আল্লাহ পাকের নিকট কত বেশি তা সহজেই অনুমেয়।

আল্লাহ পাক সুরা জিন এর ১৮ নাম্বার আয়াতে বলেছেন,
وَّ اَنَّ الۡمَسٰجِدَ لِلّٰہِ فَلَا تَدۡعُوۡا مَعَ اللّٰہِ اَحَدًا
আর নিশ্চয় মসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেই দিচ্ছেন যে, মসজিদ শুধু তাঁরই জন্য।

অপর এক আয়াতে মহান রব্ব বলেন,
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

'আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(তওবা ৯/১৮)*।

মসজিদের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা কোরআনে কারিমে বর্ণিত হয়েছে এভাবেও -
قُلۡ اَمَرَ رَبِّیۡ بِالۡقِسۡطِ ۟ وَ اَقِیۡمُوۡا وُجُوۡهَكُمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَّ ادۡعُوۡهُ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ ۬ؕ كَمَا بَدَاَكُمۡ تَعُوۡدُوۡنَ

ইরশাদ হয়েছে' ,আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সেজদার সময় স্বীয় মুখমন্ডল সোজা রাখ এবং তাকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বারও সৃজিত হবে।] ' সূরা আল আরাফ : ২৯

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,
فِیۡ بُیُوۡتٍ اَذِنَ اللّٰہُ اَنۡ تُرۡفَعَ وَ یُذۡکَرَ فِیۡہَا اسۡمُہٗ ۙ یُسَبِّحُ لَہٗ فِیۡہَا بِالۡغُدُوِّ وَ الۡاٰصَالِ

'আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তার নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে এবং জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সে দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। ' [সূরা নুর : ৩৬-৩৭]

হাদীসানুযায়ী মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

মদীনায় হিজরতের পর নিজের মাথার উপরের ছাদ নির্মাণের আগেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণ করেন। এর ও আগে নির্মাণ করেন 'মসজিদে কুবা', যা আমরা পূর্বে পড়েছি । এভাবে এ বিষয়টি মসজিদের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক বড় নিদর্শন হিসেবে কাজ করে।

আল্লাহর ঘর মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন।
নিম্নে এমন কতক হাদীস পেশ করা হলোঃ

১। মসজিদ নির্মাণ করা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ-

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ

আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মাসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি ছড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২। মসজিদ নির্মাণ সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কাজ করবেঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَه وَنَشَرَه وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَه أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَه أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِي صِحَّتِه وَحَيَاتِه تَلْحَقُه مِنْ بَعْدِ مَوْتِه-

‘মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে, তার মধ্যে- (১) ইলম বা জ্ঞান যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে (২) নেক সন্তান যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে (৩) কুরআন যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে (৪) মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গেছে (৫) মুসাফিরখানা যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে (৬) কূপ, যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি পানের জন্য এবং (৭) দান-খয়রাত, যা সুস্থ ও জীবিতাস্থায় তার ধন-সম্পদ থেকে দান করে গেছে। মৃত্যুর পর এসব কাজের ছওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে’[ইবনে মাজাহ-২৪২]

২। মসজিদ নির্মাণকারীর জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবেঃ

عُبَيْدَ اللهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.

‘উবাইদুল্লাহ খাওলানী (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ‘উসমান ইবনু ‘আফ্ফান (রাযি.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মসজিদে নাববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেনঃ তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মাসজিদ নির্মাণ করে, বুকায়র (রহ.) বলেনঃ আমার মনে হয় রাবী ‘আসিম (রহ.) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি

লাভের উদ্দেশে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন। (মুসলিম ৫/৪, হাঃ ৫৩৩, আহমাদ ৪৩৪)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরও বর্ণিত আছে,
"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সুপ্রসন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মাসজিদ তৈরী করে চাই তা ছোট হোক বা বড়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন।"

আরেকটি বর্ণনায় এমন আছে যে, সেটি যদি পাখির বাসার মত ছোট ও হয়, তাহলেও মহান রব্ব জান্নাতে ১টি ঘর নির্মাণ করে দিবেন সেটির বিনিময়ে ।

মসজিদের আরও কিছু ফজিলত

(১) মসজিদ নির্মাণ নবীদের কাজ :

হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে,হযরত ইয়াকুব, ইবরাহীম, ইসমাইল, সুলায়মান(আলাইহিমিস সালাম) এবং নবীজি (সা.) ও মসজিদ নির্মাণ করে গেছেন। অর্থাৎ , যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করলো সে যেন এই নবীওয়ালা কাজ-ই জারি রাখলো । আর বলাই বাহুল্য যে, নবীদের সুন্নাহ মানা মানেই এর ফজিলত এবং সওয়াব অপরিসীম ।

(২) মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য :

সভ্যতার গোড়াপত্তন থেকেই নবীদের ন্যায় মুমিনগণও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করে আসছেন। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ-

'আল্লাহর মসজিদ সমূহ কেবল তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও বিচার দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। নিশ্চয়ই তারা সুপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(তওবা ৯/১৮)*।

(৩) মসজিদ প্রতিষ্ঠা ইমানি দায়িত্বের মধ্যে পরে,(একটি বাস্তব পর্যালোচনা)-

চেকোস্লোভাকিয়া, এস্তোনিয়া, ইউরোপের রাষ্ট্র 'মোনাকো' এ দেশগুলোতে মুসলিমদের বসতি থাকলেও তাদের সরকার তাদেরকে কোনো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি প্রদান করে না। ভ্যাটিকান সিটিতে কোনো মুসলিমই যেখানে নেই ,সেখানে মসজিদ থাকবে কী করে! এ দেশগুলো ছাড়াও উত্তর কোরিয়া, এন্ডোরা, ভুটান, সান মারিনোতে কোনো মসজিদ নেই। এ দেশগুলোতেও আজানের মধুর ধ্বনি শোনা যায় না।

এখন বোঝা এবং জানার বিষয় হচ্ছে এই যে, মসজিদ না থাকার কারণে এ সকল দেশের মুসলিমরা কি প্রভূত কল্যাণ এবং সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না? কেননা,

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যখন তোমরা বেহেশতের বাগানের পাশ দিয়ে গমন করবে, তখন তার ফল ভক্ষণ করো। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, বেহেশতের বাগান কি? তিনি বললেন, মসজিদসমূহ।"

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ফরজ নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয় তার সওয়াব এহরাম বাঁধা হাজিদের ন্যায়। আর যে ব্যক্তি চাশতের নামাজের জন্য বের হয়, অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার সওয়াব ওমরাকারীর সওয়াবের ন্যায়।"

এছাড়াও ,রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, আল্লাহপাক তার জন্য বেহেশতে গমনের ব্যবস্থা করেন, যখনই সে সকাল এবং সন্ধ্যায় মসজিদে যাওয়া আসা করে।"

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মসজিদে প্রত্যেকবার যাওয়া-আসার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় এবং মুসল্লির (নামাজ আদায়কারী) অন্তরে আনুগত্যের আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ধিত হয়। আর নিয়মিত মসজিদে গমনাগমন কারীর ইমান-আমল যে অন্য সাধারণ মানুষদের চেয়ে বেশি থাকবে তা তো চাক্ষুষ সত্য বিষয়!

সুতরাং, আমাদের মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব তো ছিল যে, আমরা পুরো পৃথিবী ব্যপী আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রচার করব এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের বেঁধে দেয়া মনগড়া সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন রীতিনীতির জুলুম- অত্যাচার থেকে বাঁচাবো। কেননা, মহান রব্ব পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত,যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। তাদের অধিকাংশই ফাসিক। [আলে ইমরান,১১০]

পুরো পৃথিবী জুড়ে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করা গেলে হাজার হাজার নিপীড়িত, জর্জরিত , অশান্তিতে ভোগা মানুষগুলো ইসলামের শান্তির ছায়ায় আশ্রয় নিতো। আর এ কাজটি করার একটি ফলপ্রসূ উপায় হতে পারে মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে হিকমতের সাথে মসজিদ কেন্দ্রিক দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৪) মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের মনে ইমানের বীজ বুনে দেয়া যায়ঃ

ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার সেই শুরুর সময় থেকেই 'মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা'র চিত্র লক্ষ্য করতে পারি আমরা। মসজিদে নববিতে নবীজি (সা.) এর কাছ থেকে আহলে সুফফার সাহাবীগণ সার্বক্ষণিক দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াদি তো শিক্ষা লাভ করতেন ই , অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও নবীজির কাছ থেকে (সা.) দ্বীনের শিক্ষা লাভ করতেন। এক্ষেত্রে একটি হাদীসের কথা স্মরণ করা যাক, রাসুল (সা.) মসজিদে ইলমচর্চার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

তিনি বলেছেন, কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত ও পরস্পরে জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে

পরিবেষ্টন করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন; মহান আল্লাহ উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে জ্ঞানচর্চাকারীদের কথা আলোচনা করেন। [মুসলিম]

এর ই ধারাবাহিকতায় আমাদের মসজিদসমূহে "মসজিদ ভিত্তিক মক্তব" চালু থাকলে, প্রতি মহল্লায় মহল্লায় শিশুরা তাঁদের অন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আগেই, কুরআনের হাতেখড়ি পেয়ে যেতো এবং মক্তবের দ্বারা তাঁদের কোমল মনে ইমানের ছোট বীজ বুনন করা হতো যা একসময় একটি পূর্নাঙ্গ গাছে পরিণত হয়ে তাদেরকে আজীবন বাতিলের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে ভেতর থেকে প্রেরণা জোগাতো।

কিন্তু, হায় আফসোস! আজ পশ্চিমা সমাজের আগ্রাসনের কবলে পরে আমাদের সমস্ত কিছুর মতো শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন এসেছে, ফলে পূর্বেকার সেই সোনালি দিনগুলোর মতো আমাদের মক্তবগুলোতে এখন আর ছোটো পাখিদের কিচিরমিচির শুনতে পাওয়া যায় না। তাই, আমাদের সকলকে একজোট হয়ে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ, যেনো আর আমাদের সন্তানেরা দ্বীনহারা না হয়, তারা যেনো একদম ছোটো থেকেই দ্বীনের মূল বিষয়াদীর সাথে পরিচিত হতে পারে। ইনশাআল্লাহ।

(৫) মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফলে সমাজে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ

মসজিদ তাওহিদের প্রতীক। মসজিদে রাসূলের (সা.) এর তরিকায় এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদের ইমাম এবং খতিব যদি বিজ্ঞ ও হকপন্থী আলেম হন এবং ঐ সমাজ যদি মসজিদ দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে মুসল্লিদের ভেতর থেকে আপনাআপনি শিরক বা বহুত্ববাদী চেতনা দূর হয়ে তাওহীদের চেতনা জাগ্রত হয়। মসজিদে নববিকে কেন্দ্র করে নবীজি (সা.) যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর মাধ্যমে আইয়ামে জাহিলিয়াতে থাকা মানুষদেরকে দুনিয়ার সেরা মানুষে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। আর তা কেবল এই একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার ফলেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৬) মসজিদ প্রতিষ্ঠার ফলে ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়েঃ

মসজিদে, এক ই জায়গায় ধনী-দরিদ্র-নেতা-কর্মী-শিশু-যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলে একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছালাত আদায় করেন, ফলে সমাজের উঁচু-নিচু বলে কোনো বিষয় থাকে না, সকলে মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে যায়।এভাবেই মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি জাতিকে ধীরে ধীরে একই সুতোয় গাঁথা একটি তসবিহতে পরিণত করে।

মসজিদ আবাদ ও এর আদব

(ক)মসজিদ আবাদ

আল্লাহর ঘর নির্মাণের পর এর প্রতি কিছু কর্তব্য রয়েছে প্রত্যেকের। আর প্রথম বিষয়টি হলো- নির্মিত মসজিদ আবাদ করা।

হাদীসে এসেছে,

عَن أَنَسٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ "اللَّهَ لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ جِيرَانِي؟ أَيْنَ جِيرَانِي؟ قَالَ :فَتَقُول
" الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا وَمَنْ يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوِرَكَ فَيَقُولُ أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, ‘আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? আমার প্রতিবেশীরা কোথায়?’ ফেরেশতাগণ বলবেন, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রতিবেশী হওয়ার যোগ্য কে?’ তিনি বলবেন, ‘মসজিদ আবাদকারীরা কোথায়?” (হিল্ইয়াহ ১০/২১৩, সিঃ সহীহাহ ২৭২৮নং)

আমরা নিম্নোক্ত কাজগুলোর মাধ্যমে মসজিদকে আরও প্রাণবন্ত এবং আবাদ করতে পারি ইনশাআল্লাহ-

১।ইবাদত করাঃ
এটি তো মসজিদের মূল কার্যক্রম। মসজিদে অবস্থান করে আল্লাহর যিকিরকারীর জন্য বহু ফযীলত রয়েছে।
হাদীসে এসেছে, কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন আল্লাহর ঘর সমূহ হ’তে কোন ঘরে একত্রিত হয়, যাতে তারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে বা পরস্পর আলোচনা করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হ’তে থাকে, তাদেরকে রহমত ঢেকে রাখে এবং ফেরেশতারা তাদের বেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা‘আলা নিকটবর্তীদের সাথে তাদের আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে এগিয়ে নেয় না’।
আরও বর্ণিত আছে যে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ إِلاَّ تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ-

‘কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে ছালাত ও যিকিরে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ তাঁর প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তাঁর পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়’।

২।আরবি ও ইসলাম শিক্ষা প্রদান করা এবং মক্তব প্রতিষ্ঠা করা

৩। মসজিদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করাঃ
দান সদাকা, জাকাতের টাকা সুষ্ঠুভাবে বিতরন করা।

৪। মসজিদে সার্বক্ষণিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা

৫। সমাজকল্যানমূলক কাজ করা মসজিদের পৃষ্ঠপোষকতায়

৬। পারিবারিক সংকট নিরসন:
রাসূল সা. সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন পরিবার-ব্যবস্থাকে।রাসূল সা. মসজিদে বসে সাহাবিদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান দিতেন । তাই, একটি আদর্শ মসজিদের বৈশিষ্ট্য হলো যে, সেখানে পারিবারিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। প্রত্যেক মসজিদ কর্তৃপক্ষের উচিত মসজিদে এমন ব্যবস্থা রাখা, যেন সমস্যাগ্রস্ত মানুষেরা সহজেই তাদের সমাধান পেয়ে যায়।

৭।মসজিদকেন্দ্রীক আইন ও বিচারব্যবস্থাঃ
মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে রাসূল সা. সমাজ থেকে সকল প্রকার অপরাধের মূলোৎপাটন করেছিলেন। এখনো কোনো সমাজে যদি মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার সংস্কৃতি চালু থাকে, তবে সেই সমাজ নববি আমলের সুফল পেতে পারে।

৮।শিশু-কিশোরদের জন্য ইসলামী সংস্কৃতিকেন্দ্র:
শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সুস্থ বিনোদনচর্চা অপরিহার্য। অথচ, আজকাল শিশুরা অনেকটাই অবহেলিত।তাই, মসজিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে মসজিদে সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধানাবলি শিক্ষাদান করা হবে।

এভাবে বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেয়ার ফলে আশা করা যায় আমাদের সমাজ মসজিদভিত্তিক হয়ে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ!

(খ)মসজিদের বিভিন্ন আদবঃ

মসজিদ অত্যন্ত সম্মানিত জায়গা। তাই, এখানে আসার বা এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফজিলত ও যেমন বেশি তেমনিভাবে এর আদব এর দিকে লক্ষ্য রাখাও প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। নিম্নে মসজিদের কিছু আদব উল্লেখ করা হলোঃ

(১) অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে না বসাঃ

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর’ *(নিসা ৪/৪৩)*।

(২) পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাঃ

আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ, আর তার কাফফারা হচ্ছে তা মুছে ফেলা। একই রাবী কর্তৃক অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا-

‘নবী করীম (ছাঃ) ক্বিবলার দিকে (দেয়ালে) ‘কফ’ দেখলেন। এটা তার নিকটে কষ্টদায়ক মনে হ’ল। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে গিয়ে তা হাত দিয়ে পরিস্কার করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও ক্বিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন ক্বিবলার দিকে থুতু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে তা ফেলে’।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে বসে আছি। এমন সময় হঠাৎ এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল, তা দেখে ছাহাবীগণ থামো থামো বলে তাকে পেশাব করতে বাধা দিলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে বাধা দিও না, বরং তাকে ছেড়ে দাও। লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল, সে পেশাব সেরে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন, এটা হ'ল মসজিদ। এখানে পেশাব করা কিংবা ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না। বরং এ হ'ল আল্লাহর যিকির করা, ছালাত আদায় করা এবং কুরআন পাঠ করার স্থান'।

মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজ।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একজন কাল ব্যক্তি বা মহিলা মসজিদে ঝাড়ু দিত। লোকটি মারা গেল কিন্তু তার মৃত্যু সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জানানো হয়নি। একদিন রাসূল (ছাঃ) তার আলোচনায় তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন লোকটি মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তার কবরের নিকট গেলেন এবং তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন'।

(৪) আযানের পর মসজিদ থেকে বের না হওয়া : কেউ মসজিদে অবস্থানকালে কোন ছালাতের জন্য আযান হয়ে গেলে ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া উচিত নয়। আবু শা'ছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم

'আছরের ছালাতের আযান হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি মসজিদ হ'তে বেরিয়ে চলে গেল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসিম (ছাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করল। তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য, টয়লেটে অথবা অন্য কোন যরূরী প্রয়োজনে বের হওয়া জায়েয আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়ে গেল, লোকেরা তাদের কাতার সোজা করে নিয়েছে, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বেরিয়ে আসলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তাঁর উপর গোসল ফরয ছিল। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং গোসল করলেন, অতঃপর ফিরে আসলেন, তখন তাঁর মাথা হ'তে পানি টপ টপ করে পড়ছিল। অতঃপর সবাইকে নিয়ে ছালাত আদায় করলেন'।

(৬) কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে না বসা

(৭) ছালাত আদায়ের জন্য কোন স্থানকে নির্ধারণ না করা

(৮) ঘুম আসলে স্থান পরিবর্তন করা

(৯) মানুষের কাঁধের উপর দিয়ে না যাওয়া

(১০) দুই জনের মাঝখানে ফাঁকা না করা

(১১) মুছল্লীর সামনে ও তার সুতরার মাঝে না হাঁটা

(১২) জুম‘আর দিন খুৎবার সময় চুপ থাকা

(১৫) মসজিদে দুই হাঁটু উঠিয়ে দুই পা পেটের দিকে গুটিয়ে কাপড় পেচিয়ে না বসা :

মসজিদ পৃথিবীতে সবচেয়ে পবিত্র স্থান এবং আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও বটে।

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মাসজিদই হল সবচেয়ে প্রিয়,আর বাজার সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান। [১]

[১] সহীহ : মুসলিম ৬৭১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৬০০, সহীহ আল জামি‘ ১৬৭।

অতএব, মুসলিমদের এই ইমারত মসজিদকে নির্মাণ করে, এর যথাযথভবে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।সর্বোপরি, আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণের পর তা যেন আবাদ করা হয় এবং এর হক পরিপূর্ন ভাবে আদায় করা হয় সে বিষয়েও আমাদের সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকতে হবে।

পরিশেষে, আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন যেনো আমরা সকলেই আল্লাহর ঘর নির্মাণের মাধ্যমে জান্নাতে নিজেদের জন্য একটি করে ঘর প্রস্তুত করতে পারি ইনশাআল্লাহ!

১। মাসিক আল- কাউসার

২।মাসিক আল-ইতিসাম

৩। নূরুল ইসলাম ওলীপুরী(হাফি,) এর বয়ান

৪। Dhaka Post

৫। মসজিদ-সালাহ উদ্দীন মানিক

৬। শায়েখ আহমাদুল্লাহ(হাফি,) এর ব্লগ

৭।ছাত্রসংবাদ

৮। সীরাত ইবনে হিশাম

https://www.hadithbd.com/

৯। https://ihadis.com
১০। https://hadisquran.com
১১। https://www.hadithbd.com/

এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্বস্ত মিডিয়া থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।